সংবাদ

025

তারিখ ... ১৫.৬.৪৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ১ ...

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের গতি কী হবে

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট ও সঠিক নীতি নেই। বিগত সরকারের আমল থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারে একটি নীতি সাধারণভাবে চালু করা হয়। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা দু'বছরব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্স গ্রহণ করে আসছেন।

এই প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য সরকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বৃত্তি দিয়ে থাকেন। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরির জন্য অনেকে নিজেরাই প্রশিক্ষণের ব্যয় বহন করে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কয়েক হাজার পদ খালি রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের নিকট থেকে পদ পূরণের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নিয়োগে বাধা নেই। বেকারত্বের কারণে বহু উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণে আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের বিমুখ করার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু এজন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি অবিচার করতে হবে, একথাও ঠিক নয়।

যেহেতু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করার কোন অগ্রাধিকার নীতি নেই, তাই তারা দু'দিক থেকে বঞ্চিত হন। প্রথমতঃ, তারা উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় স্বাভাবিকভাবে অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির জন্য অনেক সময় অর্থ ব্যয়ে অপারগ গরীব শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিয়োগপত্র লাভে ব্যর্থ হন।

নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক বলে নির্দেশের কারণে গ্রামাঞ্চল থেকে দরিদ্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুমতি গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। কারণ, অনেক সময় দেন-দরবার ছাড়া এই অনুমতি সহজে পাওয়া যায় না, বর্তমানে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের পর এই ব্যবস্থা সম্ভবতঃ এখন আর কার্যকর নয়।

উপজেলা কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিয়োগ বাধ্যতামূলক না করার জন্য দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে। এ সম্পর্কে অভিযোগও রয়েছে প্রচুর। কিন্তু প্রমাণাভাব হেতু এর সত্যাসত্য নির্ধারণ দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

কিন্তু সরকারী অর্থে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ না করার পিছনে কী যুক্তি রয়েছে তা জানা যায়নি। তবে চাকরির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য যারা বৃত্তি নিয়ে প্রশিক্ষকতা ছেড়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা এখন বেকার। তাদের সংখ্যা গত কয়েক বছরে আরও বেড়ে গিয়েছে।

সুষ্ঠু সরকারী নীতির অভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে এই বেকার শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়ে পত্র-পত্রিকায় চিঠি দিচ্ছেন। তাদের ভরসা, ব্যক্তিগত দরখাস্ত হয়তো ফাইলের জটিল বন্ধন মুক্ত হয়ে উর্ধ্বতন মহলে যথাসময়ে পৌঁছে না কিংবা আদৌ পৌঁছে না। তাই, সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তারা চিঠি দেন।

গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে এধরনের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। গত ১২ই মে সিলেট থেকে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার শিক্ষিকা চিঠি দিয়েছেন। তার চিঠির বক্তব্য সমর্থন করে আরও চিঠি আসছে।

এ যাবৎ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ফরিয়াদ এবং দুর্নীতি সম্পর্কে সন্দেহ ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে বেকার জীবনযাপনের কাহিনী জেনেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্বিকার আছেন।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা হয়তো অবান্তর বলে মনে হবে না। বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির উদ্যোগে "গ্রামীণ মহিলাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী জনাব আবদুল মজিদ খান সরকারের সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও সমর্থনের কথা বলেছিলেন। সেমিনারের নিবন্ধে উল্লেখিত তথ্যে মাত্র শতকরা ২৩ ভাগ মহিলা শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আছেন সম্পর্কে তাঁর ভাষণে তিনি একটি মন্তব্য করেছিলেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উত্থাপন করলে আলোচনা সভায় সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তা নারী-পুরুষের সমান অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত তথ্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কার্যতঃ আপত্তি জানান। তখন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বেশ ভাল কথা, তাহলে সমান অধিকার লাভের ব্যাপারে এই ক্ষেত্রে মহিলাদের দ্বারা বাকী পদগুলো পূরণের ব্যবস্থা আগে করা হোক। তারপর পুরুষ শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি যেন হাতে নেয়া হয়। মন্ত্রীর বক্তব্যে বোঝা গেল, তাঁর শেষের কথাটিও আমলাতন্ত্র কানে তোলেননি।

যাক সে কথা, আমাদের প্রশ্ন সরকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক বেকার শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্পর্কে কী ভাবছেন। তাদের প্রশিক্ষণের পিছনে অর্থব্যয় করার পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা ক্রিষ্টাইল নীতির উপর ছেড়ে দেয়ার যৌক্তিকতা কোথায়?

এই প্রশ্ন জবাব পাওয়ার প্রত্যাশায় নয়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতীক্ষা আর যেন দীর্ঘ না হয়, দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের সত্বর নিয়োগের ব্যবস্থা জরুরী হয়ে পড়েছে, এ কথাটাই জানাতে চাই।

এর ফলে শুধু বেকার শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাঁচার পথ খুঁজে পাবেন না, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের ব্যাপারে যে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি চলছে তারও অবসান ঘটবে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের জন্য সরকার এখনই সুনির্দিষ্ট ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিন, এটাই নিবেদন করতে চাই।